শিক্ষামনোবিদ্যা

[Educational Psychology]

পটভূমি : মনোবিদ্যা বলতে আমি বুঝতে আমরা এমন একটি জ্ঞানের শাখাকে বুঝে থাকি যা মন নিয়ে বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করে থাকে। মনোবিদ্যার ইংরাজি প্রতিশব্দ হল Psychology। গ্রিক শব্দ 'Psyche' শব্দটি এবং 'Logos' কথাটি থেকে এর উৎপত্তি। 'Psyche' কথাটির অর্থ হল 'আত্মা' এবং 'Logos' কথাটির অর্থ হল "বিজ্ঞান" সুতরাং Psychology কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল - "আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান" তাই প্রাচীন দার্শনিকগন মনোবিদ্যাকে আত্মার অনুশীলন কারি বিজ্ঞান হিসাবে মনে করতেন। তাদের কাছে 'মন' ও 'আত্মা' উভয়ই ছিল অভিন্ন। মনোবিজ্ঞানীদের এই ধারনাটি গ্রহন যোগ্য নয়, কারন আত্মার স্বরূপ আলোচনা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) ও দর্শনের বিষয় বস্তু। মনোবিদ্যা কোনো অতিন্দ্রিয় সত্তা নিয়ে আলোচনা করে না এবং পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষনের দ্বারা আত্মার স্বরূপ বোঝা যায় না। কাজেই মনোবিদ্যার এই ধারনা পরিত্যক্ত হয়।

মনের বিজ্ঞান : মধ্যযুগে মনোবিদ্যাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয় 'মনের বিজ্ঞান' হিসাবে। এই মতবাদী ডেকার্ত (Descartes) বললেন যে মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু হল মন, তাই এই শাস্ত্রের কাজ হবে মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুশীলন করা। কিন্তু আত্মার মতো মনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়

Scanned by CamScanner

না। মন হল অতীন্দ্রিয় ও নৈতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অতএব এই সংজ্ঞাটি সর্বজন গ্রাহ্য নয়, কারণ মনোবিদ্যা হবে বস্তু নিষ্ঠ।

<u>চেতনার বিজ্ঞান</u> : উনবিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানীরা মনের পরিবর্তে 'চেতনা' কথাটি ব্যবহার করেন মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে মনোবিদ্যা হল 'চেতনার বিজ্ঞান' এই সংজ্ঞা উইলিয়াম জেমস বলেছেন যে, চেতনার অনুশীলক কারি বিজ্ঞান হল মনোবিদ্যা। এই ধরনের সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ নয়। কারণ চেতনা হল ব্যক্তিগত ব্যাপার এক জনের চেতনা নিয়ে অপর জনের চেতনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব নয় এই কথা সত্য যে বিজ্ঞান হবে সার্বজনীন নিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ও নৈর্ব্যক্তিক তাই এই ধরনের সংজ্ঞাটি যুক্ত না হওয়ায় তা বর্জিত হয়।

<u>আচরণের বিজ্ঞান</u> : বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মনোবিজ্ঞানীরা বস্তু নিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। ফলে মনোবিদ্যায় মানুষের আচরণ অনুশীলন করতে সচেষ্ট হন। এক্ষেত্রে দু জন মনোবিদদের প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন ম্যাকডুগাল (Mcdougall) এবং ওয়াটসন (Watson) এই দুই মনোবিদই প্রায় একই রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। ম্যাকডুগালের মতে, মনোবিদ্যা হল প্রাণির আচরণ অনুশীলনকারি বিজ্ঞান। ওয়াটসন একই ধরনের সংজ্ঞা দিলেন 'আচরণ'

কথাটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

মনোবিদ্যার সংজ্ঞা : মনোবিদ্যার সংজ্ঞা সময়ানুসারে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। মনোবিদ উডওয়ার্থ (wood worth) মন্তব্য করেছেন, মনোবিদ্যা প্রথমে হারাল তার আত্মাকে তারপর মনকে. তারপরেও হারাল তার চৈতন্যকে। কিন্তু না সুস্থ অসুস্থ অবস্থায় তার মধ্যে একটি আচরণ যারা বিদ্যমান এ কথা অর্থাৎ যে মনোবিদ্যা ব্যক্তি নির্ভর নয়, এটি বৈজ্ঞানিক। আবার এটি অনুমান ভিত্তি নয় এটি একটি পরীক্ষা সিদ্ধ শাস্ত্র। তাই বলা যেতে পারে যে, মনোবিদ্যা হল একটি বাস্তব বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ এবং আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান যা আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়া গুলিকে বিশ্লেষণ করে এবং অনুরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত দৈহিক প্রক্রিয়া গুলি স্বরূপ নির্ণয় করে।

শিক্ষা মনোবিদ্যার সংজ্ঞা : মনোবিদ্যা হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান এই শাস্ত্রে আচরণকে সুসংহত ভাবে পর্যালোচনা করা হয়। এই রূপ আলোচনা করতে গিয়ে মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠে যেমন - সমাজ মনোবিদ্যা, শিশু মনোবিদ্যা, অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা, ফলিত মনোবিদ্যা ইত্যাদি।

শিক্ষা মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার এই রূপ একটি শাখা যা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার এক প্রয়োগমূলক দিক যেখানে মনোবিদ্যার বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং গবেষণা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে মনোবিদ্যার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গুলি শিক্ষা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। স্যান্ডিফোর্ড

Scanned by CamScanner

(Sandiford) বলেছেন যে শিক্ষা মনোবিদ্যা হল প্রয়োগ মূলক মনোবিদ্যার অন্তর্গত এমন একটি বিষয় যা মনোবিদ্যার নীতি গুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করে। জাড (Judd) বলেছেন যে শিক্ষা মনোবিদ্যা হল এমন একটি বিজ্ঞান যা ব্যক্তির জন্ম থেকে পরিপক্কতার স্তর অবধি বিভিন্ন পর্যায় গুলির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কালে বিকাশের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।

কোলেসনিক (Kolesnik) ভাষায় বলা যেতে পারে যে, মনোবিদ্যার যে সমস্ত তত্ত্ব ও নীতি — যা শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে ও উন্নত করতে সাহায্য করে তাই তাদেরই অনুশীলন হল শিক্ষামনোবিদ্যা

সুতরাং বলা যেতে পারে যে <u>শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু মনোবিদ্যার তত্ত্ব গুলি প্রয়োগ নয় শিক্ষাকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজেও সমাধান ও আলোচনা যা শুধু মনোবিদ্যা করে না, সেই সমস্ত বিষয় যে শাস্ত্রে অনুশীলন করা হয় তাই হল শিক্ষা মনোবিদ্যা</u>।

শিক্ষামনোবিদ্যার প্রকৃতি : (Nature)

পৃথক শাস্ত্র হিসাবে শিক্ষা মনোবিদ্যা : শিক্ষামনোবিদ্যা মনোবিদ্যার একটি শাখা হল প্রকৃত পক্ষে বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যার আলাদা শাস্ত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব গুলি শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করে শিক্ষা মনোবিদ্যার কাজ শেষ হয়ে যায় না।

Scanned by CamScanner

উপরন্তু এই সমস্ত সূত্র ও তত্ত্ব নিকটে প্রয়োগ করতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। শিক্ষকদের উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে, নতুন নতুন প্রক্রিয়া, নীতিমালা ও গবেষণার মাধ্যমে মৌলিক উদ্ভাবন করাও শিক্ষা মনোবিদ্যার কাজ বস্তুত পক্ষে শিক্ষাদান কার্যকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্যই শিক্ষা মনোবিদ্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাবিজ্ঞানী শিক্ষার্থী কীভাবে নতুন আচরণ সহজে তারা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে কিভাবে কম পরিশ্রমে বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে প্রভৃতি এই শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। বিশেষত শুদ্ধ মনোবিদ্যা থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষামনোবিদ্যা যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করে সেগুলি একান্ত ভাবে তার নিজস্ব। সেজন্য তাই এটি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। প্রকৃতগত দিক থেকেও শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি পৃথক বিজ্ঞান কারণ —

(1) নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ :- বিজ্ঞানের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কোনো আচরণকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং নৈর্ব্যক্তিক ভাবে অনুশীলন করতে পারার ক্ষমতা থাকা। আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যাও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে এবং তা নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলন করতে সমর্থ। সাধারণত আচরণ বলতে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যমুখি অভিযোজনের প্রক্রিয়াকে আমরা বুঝে থাকি যেহেতু এই আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং নৈর্ব্যক্তিক ভাবে অনুশীলন করা যায় তাই শিক্ষা মনোবিদ্যাকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয়।

(ii) নিজস্ব পদ্ধতি : সকল বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে অনুশীলনের জন্য তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই তিনটি পর্যায় হল — পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শিক্ষা-মনোবিদ্যা অনুশীলনের ক্ষেত্রেও এই তিনটি পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। তবে শিক্ষামনোবিদ্যার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এই দুটি হল ব্যক্তি নির্ভর পদ্ধতি এবং নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি। এছাড়াও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় শিক্ষার্থীর আচরণ বিচার পরীক্ষণের ব্যবস্থা আছে এই শাস্ত্রে। অবশেষে পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সম্পর্কে তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি চালু আছে এমনকি এই শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কয়েকটি নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। এগুলি হল — জেনেটিক-পদ্ধতি; কেস স্টাডি, মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি, ও তুলনামূলক পদ্ধতি ইত্যাদি। এই সমস্ত নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষামনোবিদ্যা অন্য কোনো শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্র ভাবে কোনো আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি থাকায় যেহেতু জ্ঞানের এই শাখাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে অন্য কোনো শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না; তাই একে আধুনিক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে আধুনিক মনোবিদ্যার

Scanned by CamScanner

বিবেচনা করেছেন।

(iii) সমাজ কল্যাণ মূলক দিক ঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন একটি সমাজ কল্যাণের দিক আছে, ঠিক তেমনি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানেরও একটি সমাজ কল্যাণকর দিক বর্তমান। এই শাস্ত্র শুধুমাত্র শিক্ষাকালীন আচরণই অনুশীলন করে না, অনুশীলন করলে পরীক্ষা লব্ধ ও গবেষণা লব্ধ ফলাফলকে সমস্যাবধারণের সামগ্রিক মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করাও তার অপর এক উদ্দেশ্য হিসাবে প্রতিভাত হয়।

(iv) স্বতন্ত্র পরীক্ষামূলক দিক ঃ শিক্ষামনোবিদ্যা বর্তমানে এক প্রয়োগ মূলক বিজ্ঞান নয়, এই শাস্ত্র অনেককাল বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নানা রকম তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। এর ফলে তার নিজস্ব পরীক্ষা মূলক দিক গড়ে উঠেছে। স্বতন্ত্র পরীক্ষা মূলক দিকের উপর ভিত্তি করে এই শাখা শিখনের প্রকৃতি, ব্যক্তি স্বতন্ত্রের প্রকৃতি, শিশুর উন্মেষের গত সমস্যা ইত্যাদি দিক একক ভাবে অনুশীলন করে থাকে তাই শিক্ষামনোবিদ্‌কে বিজ্ঞানের কোনো শাখা হিসাবে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। এই শাস্ত্র বর্তমানে নিজেকে একটি পৃথক জ্ঞানের শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।

(v) স্বতন্ত্র আলোচনা ক্ষেত্র ঃ শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের শিখন শিক্ষণ পদ্ধতির ও শিখন মডেলের আবিষ্কার হয়েছে।

Scanned by CamScanner

আবার শিক্ষার্থীর শিখনকে কার্যকরী ও দ্রুতভাবে সম্পন্ন করার জন্য নানা ধরনের যান্ত্রিক কৌশল, শিখন যন্ত্র ও ভাষা পরীক্ষাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের অপরাধ, প্রবণতা, অন্য অসঙ্গতি ইত্যাদি জটিল সমস্যা মূলক আচরণের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের জন্য নির্দেশনা এবং পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত হল একান্তভাবে শিক্ষামনোবিদ্যা স্বতন্ত্র হেতু।

উপসংহার ঃ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানের সবরকম লক্ষণই শিক্ষামনোবিদ্যার বর্তমান প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন নিজস্ব আলোচনা ক্ষেত্র থাকে, শিক্ষামনোবিদ্যারও তেমনি নিজস্ব আলোচ্য বিষয় আছে। আবার বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল যেমন কতগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা, শিক্ষা মনোবিদ্যাও তেমনি সাধারণ নিয়ম বা নীতি আবিষ্কার করে। অন্যদিকে শিক্ষা মনোবিদ্যাও অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো সুশৃঙ্খল ভাবে তার বিষয়বস্তু আলোচনা করে থাকে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত সমূহকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যাকে বর্তমানে মনোবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এর নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি, স্বতন্ত্র আলোচনা ক্ষেত্র, স্বতন্ত্র পরিধি মূলক দিক, নিজস্ব গবেষণার রীতি ইত্যাদি আবিষ্কৃত

Scanned by CamScanner

হওয়ায় তাকে আর অন্য কোনো বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয় না এবং অন্যের অনুগ্রহে না নিয়েও স্বাধীনভাবে এই শাস্ত্র ও এর কিছু নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুশীলন করে থাকে। ফলে শিক্ষা-মনোবিদ্যা নিজেকে বর্তমানে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। বস্তুত পক্ষে শিক্ষামনোবিদ্যা পরিপূর্ণ ভাবে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান এটি হল তার প্রকৃতি

শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধি (Scope) ঃ

শিক্ষামনোবিদ্যা যে সমস্ত বিষয়বস্তু আলোচনা করে তাদের সমবায়ই হল শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধি। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষামনোবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রই তার পরিধি নির্দেশ করে। এই শাস্ত্রের পরিধি খুবই বিস্তৃত বিশেষত শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত মানসিক প্রস্তুতি, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার প্রয়োজন সেই গুলি শিক্ষামনোবিদ্যা আলোচনা করে। এছাড়া কল্পনা, আবেগ প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ইত্যাদির উপর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব আলোচিত হয় এই বিদ্যায় এমনকি শিশুর বিকাশে বিভিন্ন দিক গুলির উপর সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও স্কুলের এই শাখার কাজ। শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধি গুলি হল —

(i) সহজাত উপাদান ঃ শিশুর সহজাত প্রবণতা ও ক্ষমতার উপর শিক্ষার্থীর সাফল্য নির্ভর করে এই সকল সহজাত দিক গুলি হল বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ইত্যাদি। শিক্ষাগত আচরণ ধারা ও তার গতি প্রকৃতির বিকাশের ভিত্তি হল এই সমস্ত সহজাত শক্তি ও প্রবণতা গুলি।

Scanned by CamScanner

বস্তুত পক্ষে এই গুলি হল শিশুর শিক্ষা লাভের প্রাথমিক ও প্রধান পূর্বশর্ত। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচিত্য গুলি হল বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, স্মৃতি, চিন্তন, কল্পনা ইত্যাদি।

(ii) জীবন বিকাশের ধারা : শিশুর সহজাত সম্ভাবনা বা প্রবণতা গুলি পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি গুলি সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয় এর ফলে শিশুর মধ্যে নতুন আচরন ধারা গড়ে ওঠে। জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই নতুন আচরন ধারার বৈশিষ্ট এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে ব্যাক্তি সত্তার সংগঠনটি পর্যবেক্ষন ও বস্তু নিয়ে আলোচনা শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধির অন্তর্গত।

(iii) শিখন পদ্ধতি : শিক্ষাদানের সাফল্য নির্ভর করে শিখন পদ্ধতির উপর প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালয়ে নির্বাচিত পাঠক্রম অনুশীলন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিমার্জন ও পরিবর্তন আসে তা হয় আর ফলশ্রুতি হিসাবে জ্ঞান লাভ, কৌশল অর্জন, অভ্যাস গঠন ইত্যাদি আয়ত্তকৃত হয়। এই সহজেই তাই শিক্ষালাভের জন্য শিখন পদ্ধতির অবদান অসামান্য তাই শিখন পদ্ধতি শিক্ষামনোবিদ্যার একটি আলোচ্য বিষয়।

(iv) ব্যাক্তি সত্তার বিকাশ : শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারাটি যদি যথাযত ভাবে প্রকাশের পথ খুঁজে না পায় তা হলে তার আচরনের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা যাবে। এর ফলে তার মধ্যে অসামঞ্জস্য ব্যাক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে তাই শিক্ষাদানের প্রাক্কালে শিশুর ব্যাক্তিসত্তা

অসংগতিপূর্ণ পরিবেশে শিশু যেন ~~আশা~~ অবহেলিত না থাকে সে প্রয়োজন কারণ ব্যক্তি সুষ্ঠ বিকাশের ধারার মধ্যে অসংগতি দেখা দিলে কাম্য বস্তু নির্বাচন না হলে নিজেকে বিন্যাস করা সম্ভব না হলে তার আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেওয়া প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এর ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবে এবং স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে। এই জন্য শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধির মধ্যে ব্যক্তি সত্তার বিকাশ বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(v) <u>ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য</u> : সমস্ত শিশু একই গুণের সমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান এই সমস্ত দিকগুলি হল আগ্রহ, প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতা, মেজাজ, প্রত্যক্ষ, স্মরণক্রিয়া, ধারণা, বুদ্ধি ইত্যাদি একে বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা মনোবিদ্যার কাজ হল শিশুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সাথে মিল রেখে বিষয় বস্তু নির্বাচন করা। কারণ শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী জীবন বিকাশের সহায়তা করতে না পারলে সমস্ত শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই ব্যক্তি ~~স্ব~~ স্বাতন্ত্র্যের অনুশীলনকে শিক্ষা মনোবিদ্যার কর্ম পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(vi) <u>~~শিক্ষা~~ শিখন</u> : ~~শিক্ষা শিখনের~~ শিখনের মাধ্যমে শিশু তার আচরণ ধারার মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে যায় এমনকি এই শিখনের দ্বারাই সে নতুন আচরণ আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের নিয়ম, শিখন পদ্ধতি। প্রেষণার উপর

Scanned by CamScanner

শিশুদের নিজস্ব প্রবণতা, শিশুদের কল্যাণ ও প্রতিকূল পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষামনোবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

(vii) **শিক্ষণ সঞ্চালন**ঃ বিদ্যালয় জীবনে অর্জিত শিক্ষাকে যদি বৃহত্তর জীবনে সঞ্চালিত করা না যায়, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে এটি হল শিক্ষনের প্রয়োগমূলক দিক। এই ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অবস্থায় শিশু যে নতুন অভিজ্ঞতাটি অর্জন করল সেইটি অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় কিনা, কিংবা সঞ্চালিত হলে কতটা পরিমাণে হয় বা কীভাবে হয় আবার এই ধরনের সঞ্চালনের পরিমাণকে বাড়ানো যায় কিনা ইত্যাদি নানা রকম দিক দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো শিক্ষা মনোবিদ্যার আলোচনা ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয়।

(viii) **নির্দেশনা**ঃ শিশুকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা শিক্ষার কাজ সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাকে পরিচালনা করা দরকার এই জন্য শিশুকে তার নিজস্ব যোগ্যতা ও অভিরুচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা ও বৃত্তি বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। যে বিষয় এবং বৃত্তিতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আছে সেই দিকে চালিত করতে পারলে তার জীবনে সুস্থ সাফল্য আসবে। এই দিক থেকে শিক্ষামূলক নির্দেশনা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান করা শিক্ষামনোবিদ্যার কাজ। এই নির্দেশনা আলোচ্য বস্তু হিসাবে শিক্ষামনোবিদ্যায়

নিজের স্থান করে নিয়েছে।

(৮) মূল্যায়ন : শিক্ষনের অগ্রগতি পরিমাপ করা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক। আর এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি ও অভীক্ষার এই পর্যায়ে শিক্ষামনোবিদ্যার কাজ হল নতুন নতুন পরিমাপ কৌশল উদ্ভাবন করা যাতে শিক্ষনের অগ্রগতি যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। তাই শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধিতে আমরা মূল্যায়নের আলোচনা দেখতে পাই।

(৯) রাশি বিজ্ঞান : বর্তমানে রাশি বিজ্ঞানের প্রয়োগ মনোবিদ্যাতে বহুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা মনোবিদ্যাও তার প্রভাব মুক্ত নয় কারণ রাশি বিজ্ঞান ছাড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। একমাত্র রাশি বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করতে পারি এবং তাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এমনকি প্রাপ্ত তথ্য গুলি সম্পর্কে তুলনামূলক ও সম্বন্ধমূলক বিচার গঠন করার ক্ষেত্রেও রাশি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যায় রাশি বিজ্ঞানকে আমরা দেখতে পাই।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষামনোবিদ্যার পরিধি ব্যাপক ভাবে ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষামনোবিদ্যা

Scanned by CamScanner

ব্যক্তির আচরণও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে পথ নির্দেশ করে থাকে। তাই বৃহত্তর দিক থেকে পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এই শাস্ত্রের পরিধি মানুষের জীবন ব্যাপি শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত এবং সামগ্রিক এক কথায় বলা যেতে পারে যে, যা কিছু মানব জীবনকে স্পর্শ করে তাই হল শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয় বস্তু।

শিক্ষা ও মনোবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক ঃ

ভূমিকা ঃ মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। এরা হচ্ছে মুদ্রার দুটি পিঠ তাই একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অসম্পূর্ণ থাকে দুটি শাস্ত্রের মধ্যে একটি মানুষের আচরণ নিয়ে অনুশীলন করে, এবং অপরটি আচরণ ধারার পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় সেই গুলি নীতি শাস্ত্র সম্মত বা সামাজিক আদর্শের পক্ষে সহায়ক কিনা তা বিচার - বিশ্লেষণ করে কারণ সব আচরণই শিক্ষা নয় যে সমস্ত আচরণের পরিবর্তন সামাজিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয় সেগুলিকেই শিক্ষা বলে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা যেমন মনোবিদ্যার উপর নির্ভরশীল, মনোবিদ্যাও তেমনি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা এক দিকে যেমন মনোবিদ্যা থেকে প্রাপ্ত আচরণের সাধারণ সূত্র গুলো গ্রহণ করে আচরণের পরিবর্তন ঘটায়, অন্যদিকে তেমনি মনোবিদ্যার সূত্র গুলো যথার্থ

Scanned by CamScanner

কিনা তা দেখা হয় শিক্ষার মাধ্যমে এই দিক থেকে শিক্ষার তথা মনোবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান এই সম্পর্ক গুলি হল —

(i) আচরণ অনুশীলন : শিক্ষার্থীকে কোনো বিশেষ আচরণ অনুশীলন করাতে হলে আচরণটির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃত ধী ধারণা থাকার প্রয়োজন আচরণের স্বরূপটি জানা থাকলে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হয়। তবে শিক্ষার্থী কীভাবে আচরণকে আয়ত্ত করবে, কোন কোন পরিস্থিতি উক্ত আয়ত্ত করণের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে থাকে, কিভাবে অল্প প্রচেষ্টায় অধিক ফল পাওয়া যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জানা থাকলে শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদান কার্য আরো সাফল্য পাওয়া সহজ তা সহজতর হবে এই অবস্থায় মনোবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ব্যক্তিত্ব সরবরাহ করে শিক্ষাকে সার্থক রূপ দিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(ii) শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন : গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান সম্মত কোনো শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত না তার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠার সুযোগ থাকতো না ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণের সঞ্চার না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করতো না কিন্তু বর্তমানে মনোবিদ্যার প্রভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত আবিষ্কৃত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার সার্থকতা নতুনভাবে অনুভূত হয়েছে। শিক্ষার্থীকে কো শেখানোর সময় কোনো ক্ষেত্রে কোন কোন মানসিক প্রক্রিয়ার দিকে

আগ্রহী ইত্যাদি সব অনুশীলন করা প্রয়োজন হয় এবং আচরণিক অনুশীলন ও কাজিকরণের মাধ্যমে তার অন্যের মূল সূত্রটি রয়েছে থাকে।

(iii) চিকিৎসা পদ্ধতি (Clinical Method) ঃ

মানসিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হয়। ~~শিক্ষার্থী~~ শিক্ষার্থীদের কোনো আচরণ মূলক অসংগতির কারণ অনুসন্ধান নিরূপণ করার জন্য সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রবর্তীত মুক্ত অনুষঙ্গ (Free - Association) পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তি স্বভাব মানসিক কাঠামোর প্রকৃতি জানার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভিক্ষা ও প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়। এই সব অভিক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে আচরণ ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(iv) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method):

শিক্ষা মনোবিদ্যায় ব্যবহৃত তুলনামূলক পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

— মানুষের আচরণ পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ করা ~~সহজ~~ সহজ সাধ্য নয়, তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা তুলনামূলক

নজর দিতে হবে শিক্ষাকালে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন কোন কোন তথ্যগুলি আমাদের জানতে হবে হবে ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা থাকলে শিক্ষণ-শিখন ঘটে। সার্থক রূপ পাবে এবং শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতিটি নির্বাচন করা সহজ হবে এইভাবে ক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে মনোবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

(iii) <u>শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ</u> : শিক্ষা মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমব্যাপী অর্থাৎ বিশেষভাবে মানুষের জীবন দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিলেও সেই লক্ষ্য অর্জন করা শিক্ষার্থীর আয়ত্তাধীন কিনা, তা বিচারের ভার রয়েছে শিক্ষা মনোবিদ্যার উপর কারণ শিক্ষার লক্ষ্য যতই উন্নয়ন ও আদর্শমূলক হোকনা কেন, সেই লক্ষ্য যদি শিক্ষার্থীর আয়ত্বের বাইরে হয় তাহলে সেই শিক্ষার কোনো কার্যকারিতা থাকে না এই ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য যদি বাস্তব না অবাস্তব তা নির্ধারণ করে দেয় মনোবিদ্যা। সুতরাং এই দিক থেকে শিক্ষার উপর মনোবিদ্যার প্রভাবকে আমরা বর্তমানে অস্বীকার না করে পারি না।

Scanned by CamScanner

(iv) পাঠক্রম নির্বাচন : লক্ষ্য নির্ধারণের পরবর্তী পর্যায়টি হল বিষয়বস্তু নির্বাচন। যদিও বিষয়বস্তু নির্বাচনে শিক্ষকের ভূমিকায় মুখ্য তবুও মনোবিদ্যার প্রশ্ন অত্যন্ত একেত্রে বিবেচনীয় হয় কারণ যে সমস্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হবে সেইগুলি যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহশীল থাকে এবং তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচিবোধ, শিক্ষণ ক্ষমতা বিভিন্ন রকমের হওয়ায় সব শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন যুক্তিযুক্ত হবে না। পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা মনোবিদ্যার প্রভাবে গড়ে উঠেছে। সুতরাং বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা সম্পর্ক বর্তমান।

(v) অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করলো সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা লক্ষ্য মতন সাধন হয়েছে কিনা তার পরিমাপ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে মনোবিদ্যা বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুত করেছে। এই সমস্ত অভীক্ষাগুলির সাহায্যে অর্জিত অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্যায়নেও শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার সুগভীর সম্পর্ক বর্তমান।

(vi) বিদ্যালয় প্রশাসন : বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যা নতুন পথের দিক নির্দেশ করেছে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক তথা সহকারি শিক্ষককে কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে

Scanned by CamScanner

হবে এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যের তালিকাটি হবে হবে তার দিক নির্দেশ করেছে।

(vii) সময় তালিকা প্রস্তুত করন ও সময় তালিকা

প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রভাব অপরিসীম। আমাদের কোন দিন মনে হলে কোন সময় ও তা থেকে বেশি ফল পাওয়া যায়, কখন বিরতী হবে কোন কোন বিষয় কোন কোন সময় তালিকায় স্থান পাবে এই সব ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা শিক্ষাকে সাহায্য করে থাকে।

(viii) শৃঙ্খলা স্থাপন ও আধুনিক মনোবিদদের

মতে শৃঙ্খলা বাইরের কোনো বস্তু নয় এটি হল অন্তরের জিনিস, তা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার উপর জোর দিয়েছেন এই ধরনের শৃঙ্খলায় শিক্ষার্থী স্বাভাবিক ভাবে নিজের অন্তর থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রবণতা অনুভব করে। ফলে বাইরে থেকে কোনো চাপ না থাকায় এই ধরনের শৃঙ্খলা স্থায়ীভাবে শিক্ষার্থীর জীবনে এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়। শৃঙ্খলা সম্পর্কে এই ধরনের আধুনিক মতবাদ প্রকৃত পক্ষে মনোবিদ্যার প্রভাবে গড়ে উঠেছে।

(ix) আচরণগত সমস্যার সমাধান ও বিদ্যালয়ে

শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসংগতি মূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এই রূপ আচরণ মানসিকতা

সমস্যার সৃষ্টি করে তবে শিক্ষকের সমস্যা মূলক আচরণ মানসিক দূর করার জন্য মনোবিদের সাহায্যের প্রয়োজন কারণ মনোবিদ্যা সমস্ত সমস্যা উদঘাটন করলে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পাওয়া সহজে সম্ভব হয়।

উপসংহার : সুতরাং বলা যায় যে শিক্ষার সকল দিক থেকে মনোবিদ্যার প্রভাব আমাদের প্রভাবিত। শিক্ষার প্রায় আধুনিক দিক যেমন— লক্ষ্য নির্ধারণ, পদ্ধতি নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবং পাঠ্যক্রমের প্রণীত বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিদ্যালয় পরিচালনা, সময় তালিকা প্রস্তুত করণ, শৃঙ্খলা স্থাপন, আচরণগত সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই মনোবিদ্যা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করায় মনোবিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি : বিজ্ঞান যে পদ্ধতি দিয়ে তথ্যকে অনুসন্ধান করে, তা হল পর্যবেক্ষণ বা observation. পরীক্ষণ বা Experimentation এবং সিদ্ধান্ত বা Inference। মনোবিজ্ঞানে এবং শিক্ষামনোবিজ্ঞানে এই তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষামনোবিজ্ঞানে নিজস্ব কয়েকটি পদ্ধতিআছে, যে গুলি শিক্ষার্থীর আচরণ অনুশীলন করে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সে গুলি ব্যবহার করা হয়।

মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের বিষয়বস্তু : মনোবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রকৃতির কিছু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের তিন ধরনের বিষয় (variable) এর অনুশীলন করা হয় এগুলি হল—

(i) উদ্দীপক বিষয়ক চল বা Stimulus variable

(ii) পরিক্ষার্থী বা ব্যক্তি বিষয়ক চল বা Organismic variable

(iii) প্রতিক্রিয়া বিষয়ক চল বা Response variable

— যে কোনো পরিস্থিতিতে এই তিনধরনের চল একত্রে কাজ করে, তাই এদের যে কোনো দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তৃতীয় চলটি অনুশীলন

করা বাচিক কাজ। একারণে মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি করে এবং সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠায় এই অবস্থার নিরসনের চেষ্টা চলছে।

পর্যবেক্ষণঃ পর্যবেক্ষণ (observation) হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রথম পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণ মানে বিশেষভাবে বা গভীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অবলোকন; যা অন্যান্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক উপসর্গ যদি নিজের চোখে বিজ্ঞানীরা দেখেন কিন্তু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আচরণ কোনো আচরণ অথবা দেহের ভিতর অনুষ্ঠিত মানসিক প্রতিক্রিয়া বা অবস্থাটি বাইরে থেকে দেখা বা পর্যবেক্ষণ করা যায় না। কখনো কখনো দেহের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা হয়তো পর্যবেক্ষণ করা যায় কিন্তু তার অন্তর্নিহিত মানসিক অবস্থা একমাত্র ব্যক্তি নিজে উপলব্ধি করে। তাছাড়া পর্যবেক্ষণের আরেকটি উপায় আছে, যেখানে পর্যবেক্ষক নিজেকে ঠিক একই রকম পরিস্থিতিতে স্থাপন করে মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে যে দুই রকমের পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আছে সেগুলি হল –

(i) ব্যক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা অন্তর্দর্শনঃ

ব্যক্তি নিজে যখন নিজের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে অন্তর্দর্শন বলা হয়। এই

Scanned by CamScanner

পদ্ধতিতে মনকে নিজের মধ্যে অভিনিবেশ করে দেখানো কী ঘটছে তা জানার চেষ্টা করা হয়। এখানে ব্যক্তি একাধারে দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্য বিষয় বস্তু উভয়ই।

(ii) বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ : বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ হল অন্যের পরিবর্তন বাহিরে থেকে লক্ষ্য করা। শিক্ষকরা যেমন ছাত্রদের আচরণ অনুশীলন করা হয় এই পদ্ধতির উন্নতি কল্পে রেটিং স্কেল, টামিল স্যাম্পল, অ্যানেকডোটাল রেকোর্ড, চেকার, প্রশ্নাবলি, অভীক্ষা (Test) প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরীক্ষণ : শিক্ষামনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় পদ্ধতি পরীক্ষণ। পরীক্ষণ আসলে নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন মতো কতগুলি অবস্থা যা মনকে নিয়ন্ত্রিত রেখে যে কোনো একটিকে বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করার নাম পরীক্ষণ। পরীক্ষণ একটি পারস্পরিক ক্রিয়া, এখানে দু-জন ব্যক্তি হলেন পরীক্ষক বা Experimenter এবং পরীক্ষার্থী বা subject। শিক্ষামনোবিদ্যা অনেক সময় পরীক্ষার্থীকে এককভাবে আবার অনেক সময় দলগত ভাবে পরীক্ষণ করা হয়। কায়েমো প্রথমই দলের উপর মূলনীতি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়; তার পর তার

তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। আবার কখনো কখনো একটি দলকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং অন্য দলকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে পরীক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত দলকে Controlled group এবং অন্য দলকে Experimental group বলা হয়। দুই দলকে নিয়ে যখন পরীক্ষণ চলে তখন তাকে সমান্তরাল পদ্ধতি বা Parallel group Technique বলে। আবার কখনো কখনো দুটি দলকে নিজেদের অবস্থান বদল করতে অর্থাৎ একবার নিয়ন্ত্রিত ও একবার পরীক্ষা মূলক ভাবে পরীক্ষা করা হয়, তখন দলকে বলে পরিবর্তিত দলের পদ্ধতি বা Rotation group Technique এক বলে কোনো দল যদি কোনো ঘটনাকে গোপন করে পরের দলের মধ্যে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই জন্য বিভিন্ন মনো অনুশীলনের মধ্যে এই ধরনের পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কোনো চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ভর পরিস্থিতিতে তিন ধরনের পরীক্ষা করা হয়।

প্রথমত, কোনো উদ্দীপক সংক্রান্ত চলের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত চলের সম্পর্ক নির্ণয় করণ পরীক্ষা।

দ্বিতীয়ত, কোনো বস্তু সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের সম্পর্ক নির্ণয় করণ পরীক্ষা।

তৃতীয়ত, দুই ধরনের বস্তু সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করণ পরীক্ষা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ : শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ লব্ধ ফলকে বিশ্লেষণ করে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয় বস্তু প্রকৃতি অনুযায়ী হয়, কখনো যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়, একে বলে যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত বা Logical [illegible] Inference আবার কখনো কখনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না; তখন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সিদ্ধান্তে (Experience based inference) পৌঁছাতে হয়। আবার কখনো কখনো পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলকে বিশ্লেষণ করে তথ্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তে নিতে হয়, একে বলে বিশ্লেষণ মূলক সিদ্ধান্ত (Analytical

Scanned by CamScanner

Inference) বর্তমানে অনেক পরিসংখ্যান নতুন ফলকে কালি বিজ্ঞানের নানা উপায়ের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয় একে বলে কালি বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত (Statistical Inference) এই পদ্ধতিটি অবশ্যই বেশি নির্ভর যোগ্য এবং বিজ্ঞান সম্মত।

— এই তিনটি পদ্ধতি ছাড়া শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের আরো কতগুলি নিজস্ব পদ্ধতি আছে সেগুলি হল —

(i) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : (Genetic Method) :

এই পদ্ধতিতে কোনো বিশেষ অবস্থাকে বহুদিন ধরে অনুশীলন করে তার মানসিক অবস্থার বিকাশের গতিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা শিশুর মনোবিদ্যা শিশুদের বিকাশের গতি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে আজও এই পদ্ধতি একই ভাবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) অনুশীলন পদ্ধতি (Case-study Method) :

বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যক্তির অনুশীলন পদ্ধতি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি অনেক সময় কোনো বিশেষ সমস্যা যুক্ত শিক্ষার্থী সামগ্রিক পরিবেশ — তার সামাজিক, পারিবারিক, বিদ্যালয় অভ্যন্তর ও বাহিরের জীবন, তার অতি

Scanned by CamScanner

আবার পশু - পাখির উপর পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষার ফলাফল তুলনামূলক ভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ও শিক্ষার নানান বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এই তুলনামূলক পদ্ধতি অবদান আছে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত

পদ্ধতিগুলির ব্যবহারের একেবারে নির্দিষ্ট কোনো সময় বা ক্ষেত্র নাই কোন পদ্ধতি, কোথায়, কখন ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে পরিস্থিতি, শিক্ষার্থী ও পরীক্ষক ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর।

Scanned by CamScanner